

মামলুকাতুল্লাহ  
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১১

(১)অতঃপর হযরত ইসা আ. তাঁর বারোজন হাওয়ারিকে হুকুম দেয়া শেষ করে নিজে গ্রামে গ্রামে শিক্ষা দিতে ও প্রচার করতে সেই জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন।

(২)হযরত ইয়াহিয়া আ. জেলে বন্দি অবস্থায় যখন মসিহের কাজের বিষয়ে শুনলেন, তখন তিনি তার সাহাবিদের মাধ্যমে তাঁর কাছে জানতে চেয়ে পাঠালেন যে, (৩)“যাঁর আসার কথা আছে আপনি কি তিনি, নাকি আমরা অন্য কারো জন্য অপেক্ষা করবো?” (৪)উত্তরে হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “যাও, এবং তোমরা যা শুনছো ও দেখছো তা হযরত ইয়াহিয়াকে জানাও (৫)অন্ধেরা তাদের দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে, খোঁড়ারা হাঁটছে, কুষ্ঠীরা পাকসফ হচ্ছে, কালারা শুনছে, মৃতেরা বেঁচে উঠছে এবং গরিবদের কাছে সুখবর প্রচার করা হচ্ছে। (৬)রহমতপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি, যে আমাকে নিয়ে বাধা না পায়।”

(৭)তারা চলে যাচ্ছেন, এমন সময় হযরত ইসা আ. জনতার উদ্দেশে হযরত ইয়াহিয়া আ. সম্পর্কে বলতে লাগলেন, “মরুপ্রান্তরে তোমরা কী দেখতে গিয়েছিলে? বাতাসে দোলা নলখাগড়া? (৮)তাহলে তোমরা কী দেখতে গিয়েছিলে? দামি পোশাক পরা কোনো লোককে কি? দেখো, যারা দামি পোশাক পরে তারা তো রাজপ্রাসাদেই থাকে। (৯)তাহলে তোমরা কী দেখতে গিয়েছিলে? কোনো নবিকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, নবির চেয়েও মহান একজনকে।

(১০)ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, ‘দেখো, তোমার আগে আমি আমার নবিকে পাঠাচ্ছি, সে তোমার আগে গিয়ে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।’

(১১)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, মায়ের গর্ভজাত এমন একজনও নেই, যে হযরত ইয়াহিয়া আ.-র চেয়ে মহান; তবুও বেহেস্তি রাজ্যের তুচ্ছতম ব্যক্তিও তার চেয়ে মহান। (১২)হযরত ইয়াহিয়া আ.-র সময় থেকে আজ পর্যন্ত বেহেস্তি রাজ্য জোরের সাথে এগিয়ে আসছে এবং শক্তিশালীরা তা জোরপূর্বক দখল করছে। (১৩)সকল নবি এবং শরিয়ত ভবিষ্যতের কথা বলেছেন হযরত ইয়াহিয়া আ.-র আগমন পর্যন্ত। (১৪)এবং যদি তোমরা গ্রহণ করতে পারো, তাহলে যে- হযরত ইলিয়াস আ.-র আসার কথা ছিলো, তিনিই এই ব্যক্তি। (১৫)যার কান আছে সে শুনুক!

(১৬)এই প্রজন্মকে আমি কীসের সাথে তুলনা করবো? এরা এমন ছেলে-মেয়ের মতো, যারা বাজারে বসে একে অন্যকে ডেকে বলে (১৭)‘আমরা তোমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম কিন্তু তোমরা নাচলে না; আমরা আর্তনাদ করলাম কিন্তু তোমরা বিলাপ করলে না।’ (১৮)হযরত ইয়াহিয়া আ. এসে খাওয়া-দাওয়া করেননি বলে তারা বলে, ‘ওকে ভূতে পেয়েছে!’ (১৯)ইবনুল-ইনসান এসে খাওয়া-দাওয়া করছেন বলে তারা বলে, ‘দেখো, ওই যে একজন পেটুক ও মদখোর, কর-আদায়কারী ও গুনাহগারদের বন্ধু!’ কিন্তু কাজই প্রমাণ করে তার জ্ঞান সঠিক কিনা।”

(২০)অতঃপর তিনি যেসব শহরে সব থেকে বেশি মোজেজা দেখিয়েছিলেন, সেসব শহরকে ধিক্কার দিতে লাগলেন, কারণ তারা তওবা করেনি।

(২১)“হায় কোরাযিন! হায় বেতসাইদা! ধিক তোমাদের; কারণ তোমাদের মাঝে যেসব মোজেজা দেখানো হয়েছে তা যদি টায়ার ও সিডনে দেখানো হতো,

তাহলে অনেক আগেই তারা চট পরে ছাই মেখে তওবা করতো। (২২)কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, কেয়ামতের দিন তোমাদের চেয়ে বরং টায়ার ও সিডনের অবস্থা অনেক সহনীয় হবে। (২৩)হে কফরনাহুম, তুমি নাকি বেহেস্তে উঠবে? না, তোমাকে সব থেকে নিচে, জাহান্নামে নামানো হবে। যেসব মোজেজা তোমার মধ্যে দেখানো হয়েছে তা যদি সদোমে দেখানো হতো, তাহলে সেটি আজো টিকে থাকতো। (২৪)কিন্তু আমি তোমাকে বলছি যে, কেয়ামতের দিন তোমার চেয়ে বরং সদোম শহরের অবস্থা অনেক সহনীয় হবে।”

(২৫)সেই সময় হযরত ইসা আ. বললেন, “হে প্রতিপালক, আসমান-জমিনের মালিক, আমি তোমাকে শুকরিয়া জানাই, কারণ তুমি এসব বিষয় জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের কাছে গোপন রেখে শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছো। (২৬)নিশ্চয়ই, হে আমার প্রতিপালক, এটাই ছিলো তোমার মহান ইচ্ছা। (২৭)আমার প্রতিপালক সবকিছুই আমার হাতে দিয়েছেন। প্রতিপালক ছাড়া কেউই একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে জানে না এবং একান্ত প্রিয় মনোনীতজন ছাড়া কেউই প্রতিপালককে জানে না, আর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন তাঁকে যাদের কাছে প্রকাশ করেন, তারাই তাঁকে জানে।

(২৮)তোমরা, যারা পরিশ্রম করে ক্লান্ত এবং যাদের বোঝা ভারী, আমার কাছে এসো; আমি তোমাদের বিশ্রাম দেবো।

(২৯)আমার জোয়াল তোমাদের ওপর তুলে নাও আর আমার কাছ থেকে শেখো; কারণ আমার অন্তর ভদ্র ও নম্র এবং তোমরা তোমাদের অন্তরে বিশ্রাম পাবে। (৩০)কারণ আমার জোয়াল সহজ এবং বোঝাও হালকা।”